वैदिकवाङ्मयस्य विविधायामः

Vaidikavāṅmayasya Vividhāyāmaḥ

Editor :

Dr. Ajay Kumar Mishra

Associate Professor & Head, Department of Sanskrit
Sidho-Kanho- Birsha University
Purulia, West Bengal

Co-*Editors:*

Dr. Sudip Chakravortti

Mr. Pratap Chandra Roy

Assistant Professor, Department of Sanskrit
Sidho-Kanho- Birsha University
Purulia, West Bengal

Publisher:

The Banaras Mercantile Co

Publishers-Booksellers
125, Mahatma Gandhi Road
Kolkata-700007

Scanned with CamScanner

ধর্মশাস্ত্রে নীতিবোধ

সুদীপ্তা বাড়ই

ধর্মশাস্ত্র বলতে আমরা বুঝি বেদোত্তরকালে মনু প্রভৃতি ঋষিকল্পে বেদাবিদ্যানিষ্ণাত পৌরুষের প্রাজ্ঞ পণ্ডিতগণ কর্তৃক বিরচিত গ্রন্থরাশি যাহাতে বেদ বা শ্রুতিতে বিস্তীর্ণ জ্ঞান লোকোপ্রকৃতির জন্য সুশৃঙ্খলভাবে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এই সমস্ত পণ্ডিত ব্যক্তিগন পরমেশ্বরের অনুগ্রহে অতীন্দ্রিয় বেদের প্রথম দর্শন করেছেন বলে তাঁহাদের ঋষিত্ব অঙ্গীকৃত হয়। মহাভারতের শান্তিপর্বে এই কথাই অন্যভাবে উল্লিখিত হয়েছে যে যুগান্তে অন্তর্হিত (লুপ্ত) ইতিহাস সম্বলিত বেদগ্রন্থকে মহর্ষিগন তপস্যার মাধ্যমে স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা কর্তৃক অনুজ্ঞাত হয়ে লাভ করেছেন।[১]

মনুস্মৃতিতে ভাষ্যকার মেধাতিথি মনু সম্বন্ধে এইরূপ পরিচয় দান করেছেন—

"মনুর্নামকশ্চিৎ পুরুষবিশেষোহনেকবেদশাখাধ্যয়নবিজ্ঞানানুষ্ঠানসম্পন্নঃ স্মৃতি পরম্পরা প্রসিদ্ধঃ।"[২]

অর্থাৎ মনু হলেন একজন বিশিষ্ট পুরুষ যিনি অনেক বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করে তদনুসারে বৈদিকশাস্ত্রের অনুষ্ঠান সম্পন্ন এবং যিনি পরম্পরাক্রমে স্মৃতিগ্রন্থে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। যে মনুর নাম করা হল এবং যে মনুর কথা একাধিকবার সশ্রদ্ধভাবে উল্লিখিত হয়েছে। শ্রুতিতে সেই মনু বেদের প্রতিপাদ্য লৌকিক এবং অলৌকিক বিষয়কে তাঁর শাস্ত্র নির্দেশিত করেছেন বলে স্মৃতিশাস্ত্র রচয়িতাগণের মধ্যে তাঁহার প্রাধান্য অবিসংবাদিত।

Scanned with CamScanner

পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের প্রাচীনতম ও পবিত্রতম গ্রন্থ হল বেদ এবং তার মধ্যে আবার সর্বাপেক্ষা প্রাচীন হল ঋগ্বেদ। সেই ঋগ্বেদে একাধিক ক্ষেত্রে মনুকে 'পিতা' বলে বর্ণনা করা হয়েছে।[৩] অর্থাৎ বৈদিককালেই মনু একটি সনাতননৈতিক মার্গের প্রবর্তক রূপে খ্যাতি লাভ করেছিলেন, যা থেকে বিচ্যুতি কাম্য বলে স্বীকৃত হত না। অতএব প্রার্থনা **"মা নঃ পথঃ পিত্র্যান্ মানবাদর্বিদূরং নৈষ্ট পারাবতঃ"**।[৪] এই মনুর নির্দেশকে যে তৈত্তরীয় সংহিতায় এবং তান্ড্য মহাব্রাহ্মনে ভেষজকল্প রূপে বর্ণনা করা হয়েছ, তার মাধ্যমে আমরা স্পষ্টই সংকেত পাই যে মনুর বিধান সমাজে দিগ্‌দর্শক উপকারক রূপে স্বীকৃতি লাভ করেছিল প্রাচীন বৈদিক যুগ থেকেই।

যে শ্রুতি স্মৃতি বা ধর্মশাস্ত্রের উৎস তার অতি সংক্ষিপ্ত বিবরন দান প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, বেদের সংহিতা চারখানি। তাদের মধ্যে প্রাচীনতম ঋগ্বেদে আছে দশটি মন্ডলে বিভক্ত ১০২৮টি সূক্ত যাহার মুখ্য প্রকৃতি হল ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ প্রভৃতি দেবগনের প্রতিপ্রানের আর্তি স্থাপন এবং হোমার্দি প্রত্যার্পণে প্রীত দেবগণের নিকট লৌকিক পুত্র, বিত্ত প্রভৃতির জন্য প্রার্থনা।[৫]

যাগযজ্ঞ সম্পর্কীয় বেদ হল যর্জুবেদ এবং এই বেদ যে বহুশাখায় প্রবিভক্ত ছিল তা আমার মহাভাষ্য প্রনেতা পতঞ্জলির উক্তি থেকে অবগত হই। বর্তমানে আমরা পাই কৃষ্ণযজুর্বেদীয় কাঠক, কপিষ্টক, তৈত্তিরীয় ও মৈত্রায়নী শাখা আর শুক্লযজুর্বেদীয় বাজসনেয়ী সংহিতা। এই সংহিতায় সংমিশ্রিত আছে পদ্য ও গদ্য যা থেকে এই বেদের সংজ্ঞা উদ্ভূত। ঋকমন্ত্রগুলি প্রায়ি ঋগ্বেদ থেকে সংকলিত। যাকযজ্ঞ প্রধান যর্জুবেদে যজ্ঞের অনুষ্ঠানের কল্যানাত্মক সামাজিক দিকটি অশ্বমেধযজ্ঞের প্রার্থনার মধ্যে সুপরিস্ফুট।

বিভিন্ন যাগযজ্ঞের ইতি কর্ত্তব্যতার ব্যাখানের মাধ্যমে আমরা লক্ষ্য করি নীতিবোধের প্রতি সংকেত। যাগ করিতে উদ্যোগী হয়ে যাজমান যে জনে হস্ত প্রক্ষালন করে তার উদ্দেশ্য অনৃতবাদী মনুষ্য যেন এইরূপ প্রক্ষালনের মাধ্যমে চিত্তশুদ্ধি লাভ করে পতি পত্নীর পবিত্র একত্বরূপ সম্পর্ক যা উত্তরকালে ধর্মশাস্ত্রে প্রশংসিত এই ব্রাহ্মনে স্পষ্টভাষায় উদ্‌ঘোষিত পত্নীর সতীত্বের জয়গাথায় ও এই ব্রাহ্মনের একটি বৈশিষ্ট্য। পিতা পিতামহের ঋণ্যপাকারন রূপ যে নৈতিক দায়িত্ব যা উত্তরকালে ধর্মশাস্ত্রে বিশেষ কর্তব্যবোধে পর্য্যবসিত, তা কিন্তু ব্রাহ্মনগ্রন্থে একাধিকবার বিশেষ জোরপূর্বক প্রতিপাদিত হয়েছে।

Scanned with CamScanner

ব্রাহ্মনগ্রন্থে দার্শনিক তথ্য ও নীতিবোধের যে সূচনা ও সংকেত পাওয়া যায় তার বিশ্লেষণ ও বিষদ রূপায়ণ আমরা পেয়ে থাকি উপনিষদে। এই সমস্ত বৈদিক সাহিত্যের যে অতি সংক্ষিপ্ত পটভূমিকা প্রদর্শিত হল তার মুখ্য উদ্দেশ্য কিন্তু ধর্মশাস্ত্রে যে নীতিবোধের কথা আলোচ্য বিষয় তার উৎস ও ধারাবাহিকতা অন্বেষণ করা। আমরা এই পর্যন্ত দেখেছি যে ভারতের প্রাচীনতম গ্রন্থে অর্থাৎ ঋগ্বেদে প্রধান ও সরাসরিভাবে নীতিবোধের কথা উদঘোষিত না হলেও যখন সুযোগ উপস্থিত হয়েছে তখন প্রসঙ্গক্রমে ধর্ম, সত্য, ঋত প্রভৃতি ধারণা উপস্থাপিত করা হয়েছে। ঋগ্বেদে দেবগণের স্তবস্তুতির মাধ্যম দেবতাদের তুষ্ট করে ঐহিক সুখ সম্পদ কামনার পাশাপাশি এই সমস্ত পদের উল্লেখ এইরূপ ধারনাই ব্যক্ত করে যে নীতিবোধের সহিত ওতঃপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত হল আধ্যাত্ম বিষয়ক ভাবনা, কর্তব্য বিষয়ে নির্দেশ, সমাজের শ্রেয় সাধন ও অন্যের প্রতি অন্যায়, অত্যাচার সম্পর্কে সচেতনতা। অধ্যাপক ভিন্টারনিৎস্ অবশ্য মনে করেন — **"ঋগ্বেদ নীতিবিদ্যার আকর গ্রন্থ মাত্র নহে"**[৬]

বৈদিক সাহিত্যে নিহিত এই তথ্য অজ্ঞাত থাকলে নীতিবোধ বিষয়ক ধর্মশাস্ত্রের আলোচনা অসম্পূর্ন থাকবার সম্ভাবনা। ভিন্টারনিৎস ঋগ্বেদের ১০ম মন্ডলের ১১৭ নং সূক্ত যা দানসূক্ত বা ধনাস্ত্রদানসূক্ত বলে প্রসিদ্ধ সেই প্রসঙ্গে এই উক্তি। নয়টি ঋকের সমন্বয়ে এই নীতিবোধক সূক্তটি দান ও দয়ার মহিমাকীর্তনে সুপ্রযুক্ত।

'ধারণ পোষণ' অর্থে বহুবার ধর্ম শব্দের ব্যবহার ঋগ্বেদে স্পষ্ট। ব্যুৎপত্তিগত ভাবে √ধৃ - ধারণ পোষনার্থক হতে যে এর উৎপত্তি তা স্পষ্ট। একটি ঋগ্বদীয় মন্ত্রে সংকেত আছে যে 'ধর্ম', 'পদ', 'ব্রত', 'পদ' ও 'ঋত' পদ সমপর্যায় রূপে কল্পিত। 'ধর্ম' শব্দের আধ্যাত্মিক শক্তিরূপ অর্থ ও অসম্ভব নয়।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে **'ধর্ম'** পদটির যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে তাতে তার নৈতিক রূপটি প্রকটিত, কারণ স্পষ্টই বলা হয়েছে যে **'ধর্ম' ও 'সত্য'** সমপর্য্যায়ক এবং আরও বলা হয়েছে যে সত্যাত্মক ধর্মের প্রকৃতি হল কল্যানত্মক এবং এই পরম পুরুষ ব্রহ্মোদ্ভাবিত বলে সর্বাপেক্ষা বলবান, ও সর্ব নিয়ন্ত্রক। **'ঋত'** পদটি ধর্মপর্য্যায়ক অর্থে ব্যবহৃত হলেও **'ধর্ম'** হতে এর কিছু পার্থক্য স্বীকার করতে হবে। প্রথমতঃ ঋত বলিতে কোন একটি অত্যুচ্চকোটিক সর্বশক্তিমান নীতিবোধ বোঝানো হয়

Scanned with CamScanner

যার দ্বারা সমগ্র বিশ্ব, এমন কি দেবগন পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত। এই ঋত প্রসঙ্গে নীতিবোধের সাথে সম্পর্কিত। এই ধারণা যে ইন্দো — ইরানীয় কালে পর্যন্ত আর্যদের ছিল তা সুন্দর ভাবে দিখিয়েছেন। অধ্যাপক **Keith** তাঁর **"The Religion and Philosophy of the Veda and Upanisad"** গ্রন্থে।

বৈদিক নীতিবোধ বিষয়ক আলোচনার পটভূমিকায় ধর্মশাস্ত্রে নীতিবোধের বিষয়টি সংক্ষেপে উপস্থাপিত হয়েছে। ধর্মশাস্ত্র নামক যে শাস্ত্র সমূহ স্মৃতি নামক অপর সংজ্ঞার দ্বারা সংজ্ঞিত হয়। সেই সমস্ত শাস্ত্রের মধ্যে বিশেষভাবে সংহিতা গ্রন্থের পরবর্তী সমকালীন গ্রন্থ সকল ধর্মসূত্র বলে পরিগণিত হয়।

ধর্মশাস্ত্রে নীতিবোধ সম্পর্কে যা আলোচিত হল তার প্রকৃত অর্থ এই যে শ্রুতিতে যে নীতিবোধ সংকেতে ইতস্ততঃ ভাবে সংরক্ষিত তা সুসংহত আকারে ধর্মশাস্ত্রে পূর্ণতা ও পরিণতি লাভ করেছে।

তথ্যপঞ্জী

১. তৈত্তরীয় আরন্যক (২.৯.২)
২. মনুসংহিতার ১/১ লেখকের ভাষ্য
৩. যে মনু আমাদের পিতা, তিনি যা বরণ করেছিলেন।
৪. ঋগ্বেদ, ৮.৩০.৩
৫. বিরচিত পৃষ্ঠাঃ ৬১
৬. ঋগ্বেদ পৃষ্ঠাঃ ১১৫
৭. যজ্ঞবল্ক্যসংহিতা ১/৪.৫

Scanned with CamScanner